যুদ্ধ কোনও বিকল্প নয়, কথা বলা উচিত পাকিস্তানের সঙ্গে

জম্মুর সুঞ্জুয়ানে ৩০ ঘণ্টা লড়াইয়ের পর সেনা ক্যাম্প মুক্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীনগরের কাছে করণনগরে সিআরপিএফের ক্যাম্পে জঙ্গি হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগের। এই হামলায় এক সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের ও দুর্ভাগ্যজনক। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিআইজি জানিয়েছেন, এই হামলার ঘটনার দায় স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মহম্মদ। এই হামলায় পাক জঙ্গিরা একে ৪৭ রাইফেল ব্যবহার করেছে। করণনগরের গোলাগুলি বিনিময়ের ঘটনার পরই জৈশ-ই-মহম্মদ জানায়, এই আক্রমণের পেছনে তাদের সদস্যরা ছিল। তাদের সঙ্গেই ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর লড়াই হয়। বলা দরকার জম্মু-কাশ্মীরে প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন হামলার ঘটনা ঘটছে। শহিদ হচ্ছেন ভারতীয় জওয়ানরা। এই হামলার তাৎক্ষণিক ও পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় জওয়ানরা। ২০১৬ সালে কাশ্মীরের উরি সেক্টরে ১৮ জন ভারতীয় সেনা শহিদ হন পাক হামলাদারদের হাতে। এরপর ভারত পাল্টা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায় পাক সীমানায় ঢুকে। কিন্তু তাতে কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং পাক সেনাদের হামলা বেড়েছে, বেড়েছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হানাও, জম্মু-কাশ্মীরের কোনও অঞ্চলেই সম্ভবত নিরাপদ নয়। ভারতীয় জওয়ানরা দেশের মাটি রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। তাদের স্যালুট জানাই। কিন্তু প্রাণ যাচ্ছে জওয়ানদের। এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে হবে, আলোচনার টেবিলেই। যুদ্ধ কোনও বিকল্প নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলা উচিত।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাঁহাকে কমলকুটীরে লইয়া আসিতেন। কখনো কখনো একাকী কমলকুটীরের দ্বিতলস্থ উপসনাকক্ষে পরম অন্তরঙ্গজ্ঞানে ভক্তিভরে লইয়া যাইতেন ও একান্তে ঈশ্বরের পূজা ও আনন্দ করিতেন।

১৮৭৯ ভাদ্রোৎসবের সময় আবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের তপোবনে লইয়া যান। ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার ৩১শে ভাদ্র। আবার ২১শে সেপ্টেম্বর কমলকুটীরে উৎসবে যোগদান করিতে লইয়া যান। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ **সমাধিস্থ** হইলে ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে তাঁর ফোটো লওয়া হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। হৃদয় ধরিয়া আছেন। ২২শে অক্টোবর ৬ই কার্তিক, মহাষ্টমী—নবমীর দিন কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।

১৮৭৯, ২৯শে অক্টোবর বুধবার ১৩ই কার্তিক, ১২৮৬, কোজাগর পূর্ণিমায় বেলা ১টার সময়, কেশব আবার ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যান। স্টীমার-এর সঙ্গে একখানি বজরা, ছায়ানি নৌকা, দুইখানি ডিঙি, প্রায় ৮০ জন ভক্ত। সঙ্গে পতাকা পুষ্পবল্লভ খোল করতাল ভেরী। হৃদয় অভ্যর্থনা করিয়া কেশবকে স্টীমার হইতে আনেন— গান গাইতে গাইতে 'সুরধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে!'

তিনি শান্তস্বভাব, কোমল প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত যোগীপুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে"; ১৮৭৬ জানুয়ারি আবার মাঘোৎসব আসিল, তিনি টাউন হলে বক্তৃতা দিলে; বিষয়–ব্রাহ্মধর্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি– (Our Faith and Experiences) -- তাহাতেও হিন্দুধর্মের সৌন্দর্যের কথা অনেক বলিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, কেশবও তাঁহাকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রহ্মোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও কেশব

দিনপঞ্জিকা

১ফাল্গুন, ভাঃ ২৫ মাঘ, **১৪ ফেব্রুয়ারী,** ১ফাগুন, সংবৎ ১৪ ফাল্গুন বদি, ২৭ জমাঃ আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৮। **বুধবার,** চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ১২।৪৪ মিঃ। শ্রবণানক্ষত্র অহোরাত্র। ব্রতীপাতযোগ দিবা ঘ ৩।৫০ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ১১।৪৭ গতে শকুনিকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৪৪ গতে চতুষ্পাদকরণ। **জন্মে**—মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ৯।৪ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১১।৫২ গতে ১।১৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৩।৪ গতে ৪।৪০ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**— নাই। **বিবিধ**– চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ১২।৪৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। রাত্রি ঘ ১২।৪৪ মধ্যে **স্মার্ত্ত ও গোস্বামিমতে শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত ও পূজা। শিব চতুর্দ্দশী শ্রীশ্রীতারকেশ্বরধামে শ্রীশ্রীতারকেশ্বর জীউ শিব ঠাকুরের শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পূজা ও মহামেলা। সাধক প্রবর শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আবির্ভাব তিথি ও পূজা। খনা মায়ের আশ্রমে দিন-রাত্রিব্যাপী শিবপূজা ও মহামৃত্যুঞ্জয়যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। (বেড়াচাঁপা, হাদিপুর, কালীতলা, উত্তর চব্বিশ পরগণা)। শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী শিবানন্দপুরী মহারাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যের শুভাবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।৫৩ গতে ১২।২৫ মধ্যে ও ৩।১৬ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।২৪ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৫৩ গতে ৬।১৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**–দিবা ঘ ১।৪৩ গতে ৩।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৫৩ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১ফাল্গুন, ভাঃ ২৫ মাঘ, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১ফাগুন, ২৭ জমাঃ আউঃ। উঃ ৬।১৬, অঃ ৫।২৮। বুধবার, চতুর্দ্দশী রাঃ ঘঃ ১২।৪৪। **শিবরাত্রি**

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

উপভোক্তা সচেতনতা ও সুরক্ষায় দেশে অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ

অরুণ কর
পর্ব ৩

➢ ক্ষতিগ্রস্থ উপভোক্তা এই আইনবলে কীভাবে প্রতিকার দাবি করবেন?

➢ উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে গঠিত সরকারি পরিকাঠামোসমূহের হদিশ।

➢ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ কনজুমার ফোরামে অভিযোগ জানানোর জন্যে কীভাবে ও কী কী আইনি সুবিধা পাওয়া যাবে?

➢ আদালতের বাইরে আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে উপভোক্তা-বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা।

উপভোক্তা সচেতনতার মাধ্যমে ও পদ্ধতি হিসাবে হাতিয়ার করা হয়।

➢ রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণমাধ্যম।

➢ আলোচনাসভা, সচেতনতা শিবির, মেলা, কর্মশালা।

➢ জাদু প্রদর্শনী, কথা-বলা পুতুল, লোকসঙ্গীত, পথনাটিকা।

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রোগান লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

➢ জনবহুল এলাকাতে বিভিন্ন প্রকারের হোর্ডিং, দেওয়াল লিখন এবং ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার।

➢ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রের উপভোক্তাদের অধিকার ও প্রতারিত হলে প্রতিকার লাভের উপায় সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত আকর্ষণীয় রঙিন বিজ্ঞাপন।

➢ আকাশবাণী কলকাতা 'ক', কলকাতা বিবিধ ভারতী, কলকাতা এফ এম রেনবো, আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি ও শান্তিনিকেতনের মাধ্যমে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সোমবার সন্ধ্যায় রাত ৮টা থেকে এক ঘন্টার সরাসরি সম্প্রচারিত উপভোক্তা সচেতনতা বিষয়ক প্রশ্নোত্তরমূলক লাইভ ফোন-ইন অনুষ্ঠান।

➢ কলকাতা মেট্রো রেলের ২৩টি স্টেশনে টিভিতে মাধ্যমে উপভোক্তা সুরক্ষার প্রচার।

➢ পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগমের বিভিন্ন রুটের সাধারণ বাসের গায়ে অনরূপ তথ্য সংবলিত বিজ্ঞাপণ।

➢ বছরের বিভিন্ন ঋতুতে রাজ্যের নানা প্রান্তে নানা লোকউৎসবে অংশগ্রহণ এবং প্রচার শিবির স্থাপন।

➢ প্রতি বছর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজন।

➢ রাজ্যজুড়ে প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর 'জাতীয় উপভোক্তা দিবস' এবং ১৫ মার্চ 'বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস' উদ্‌যাপন।

বিগত বছরগুলিতে (সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত) উপভোক্তা সুরক্ষামূলক প্রচারের কার্যক্রম ও অর্থ ব্যয় দুই-ই উর্ধ্বমুখের বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক এবং প্রতারিত হলে সমাধানের উপায় সংক্রান্ত তথ্য সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ২০১১ সালের ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় উপভোক্তা দিবসে ১৮০০-৩৪৫-২৮০৮ এই নম্বরের একটি নিঃশুল্ক উপভোক্তা হেলপ-লাইনের সূচনা করে। সরকারি কাজের দিনে কাজের সময়ে চারটি টার্মিনালযুক্ত এই হেলপ-লাইনে উৎসুক উপভোক্তাদের কাছে এই টোল-ফ্রি হেলপ লাইনটি খুবই জনপ্রিয়।

এছাড়াও প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকেও আগত উপভোক্তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়। বিগত বছরগুলিতে উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে পরামর্শ ও তথ্য লাভের মাধ্যমে উপকৃত উপভোক্তাদের পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়।

এছাড়া উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের ওয়েবসাইট www.wbconsumers.gov.in-এ নানাবিধ তথ্য ও পরিষেবার সুলুকসন্ধান দেওয়া হয়। ওয়েবসাইটটিকে সময়োপযোগী ও ব্যবহার-বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে নতুন একাধিক সুবিধা যোগ করা হয়েছে। বিশেষ উপভোক্তা সচেতনতা কার্যক্রম, বিভিন্ন সংবলিত রঙিন বিজ্ঞাপন।

কার্যালয়ের ঠিকানা ও অন্যান্য যোগাযোগের তথ্য, নিয়োগ বা দরপত্র সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি এখন www.wbconsumers.gov.in ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এখন ক্ষতিগ্রস্থ উপভোক্তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন দরখাস্ত দাখিল করতে পারেন।

বিভিন্ন কনজিউমার ফোরামে মামলায় আইনি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে দপ্তর প্রাথমিকভাবে ১০-টি উপভোক্তা সহায়তা কেন্দ্র (কনজুমার অ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরো)-র সূচনা করে। বর্তমানে ফোরাম ভিত্তিক ৭-টি সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি মামলা করার ক্ষেত্রে উপভোক্তাকে নিঃরায় পরামর্শ, কাগজপত্র প্রস্তুত ও প্রয়োজনে উকিল দিয়ে সহায়তা করছে। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী উপভোক্তা সংগঠন এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করে।

খুব শীঘ্রই উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর প্রতিটি কনজিউমার ফোরাম-পিছু একটি করে উপভোক্তা সহায়তা কেন্দ্র গঠন করতে চলেছে। উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে সারা রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্থ উপভোক্তারা আরও উপকৃত হবেন।

আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাক্টিসেস এবং রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাক্টিসেস-এর কবল থেকে উপভোক্তাদের রক্ষা করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে কনজিউমার ফোরামে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করার সংস্থান রয়েছে। উল্লেখ্য, আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস এবং রেস্ট্রিক্টিভ ট্রেড প্র্যাকটিস-এর বিরুদ্ধে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এ পর্যন্ত কনজিউমার ফোরামে ৬-টি মামলা দায়ের করেছে। মূলত আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস এবং রেস্ট্রিক্টিভ ট্রেড প্র্যাকটিস-এর ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এমন বিষয়েই উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-র ১২(১ ডি) ধারায় মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি মামলাতে ইতোমধ্যেই সরকার জয়লাভ করেছে। বাকিগুলির মধ্যে দু'টি বর্তমানে জাতীয় উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে এবং দু'টি রাজ্য উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে বিচারাধীন। ইতোমধ্যে যে দু'টি মামলায় উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর জয়লাভ করেছে তার একটিতে বিরোধীপক্ষ ছিল 'দ্য রেমন্ড শপ' এবং 'রেমন্ডস' লিমিটেড। এক্ষেত্রে অভিযোগের বিষয় ছিল বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন। এবং দ্বিতীয় মামলায় প্রতিপক্ষ ছিল 'ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'। এক্ষেত্রে অভিযোগের প্রতিপাদ্য ছিল বিক্রি বাড়ানোর লক্ষ্যে 'জোড়ি বানাও অফার' নামে একটি লটারি নির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে অসাধু ব্যবসা। উপভোক্তাদের স্বার্থ লঙ্ঘনের একাধিক ঘটনার প্রেক্ষিতে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ভবিষ্যতে অনুরূপ আরও মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এবার আসা যাক আপোশ মীমাংসার (মিডিয়েশন) মাধ্যমে বিকল্প উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম ২০০২ সালের ৩১ জুলাই থেকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। ক্রেতা-বিক্রেতা, উভয় পক্ষের কাছেই নির্বঞ্ঝাট এই সালিশি ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ইতোমধ্যেই তা ভারতে উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি রোল মডেল।

বর্তমানে এই দপ্তরের সবক'টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সরাসরি কনজিউমার ফোরামে মামলা করার আগে ক্ষতিগ্রস্থ উপভোক্তা সম্পূর্ণ নিখরচায় সাদা কাগজে দরখাস্ত করে আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে প্রতিকার দাবি করতে পারেন। এছাড়া, বিভাগের ওয়েবসাইট, www.wbconsumers.gov.in-এ লগ ইন করে অনলাইনেও মিডিয়েশনের জন্য আবেদন করা যায়।

আবেদন যেভাবেই করা হোক না কেন, শর্ত একটাই, অভিযোগটি ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ অনুযায়ী উপভোক্তা বিরোধ সম্পর্কিত হতে হবে।

বিগত সাড়ে ছ'বছরে মধ্যস্থতায় উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ও সফল নিষ্পত্তির সংখ্যা–দুই-ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধীনে ২০১০ সালের মে মাসে ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ আপোশ মীমাংসার জন্য সেন্ট্রাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল গঠন করা হয়। এই সেলটি বর্তমানে ১১এ, মিজি গালিব স্ট্রিটে খাদ্য ভবন কমপ্লেক্সের ১৪ নম্বর শেডে অবস্থিত। এই সেলের সঙ্গে যোগাযোগের ফোন নম্বর (০৩৩) ২২৫২-৩০৮৭। ২০১০ সালের মে মাস থেকে ২০১৬-'১৭ সাল পর্যন্ত এই সেলে প্রাপ্ত উপভোক্তা অভিযোগ ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন উপভোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্যজুড়ে ৮৪০টি বিদ্যালয়ে গড়ে তোলা উপভোক্তা সংঘের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপভোক্তা সচেতনতার প্রচার চালানো হচ্ছে বর্তমানে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও যাতে এলাকার সাধারণ মানুষকে উপভোক্তা সুরক্ষার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত করতে পারে এবং সম্ভবদ্ধভাবে অসাধু ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে তাদের সক্ষম করে তোলার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমশ

ভারতে উচ্চশিক্ষার বর্তমান অভিমুখ

হিমাংশু ঘোষ
পর্ব ১

গতিশীল সমাজে সব কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তনশীল। স্বভাবতই শিক্ষা এবং তার গতিও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতে উচ্চশিক্ষার দিকে তাকালে দেখা যায়, তক্ষশীলা বা নালন্দায় শিক্ষার যে অভিমুখ ছিল বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটে গেছে। পূর্বে মুষ্টিমেয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী নিয়ে উচ্চশিক্ষা আবর্তিত হ'ত–আজ তা বিপুলায়তন গ্রহণ করেছে। ভারতে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ৮.১৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটির মতো ছাত্র-ছাত্রী ২০০০-এর বেশি কলেজে স্নাতক স্তরে পাঠরত। এছাড়া ৭৯৯-টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (৪৪-টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সহ) বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা ও গবেষণায় যুক্ত। তবে ভারতের মোট জনসংখ্যা ১২১.০১.৯৩, ৪২২-এর তুলনায় এই হার নগণ্য। অথচ সকলেই জানেন 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। মানব উন্নয়নের তিনটি সূচকের মধ্যে শিক্ষা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য সরকার নানাবিধ কমিশন বা কমিটি গঠন (শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮-'৯৯, ১৯৬৪-'৬৫, জাতীয় কলেজ কমিশন ২০০৬ ইত্যাদি) করেছে এবং তাদের পরামর্শমতো শিক্ষা নীতিও নির্ধারণ করেছে। সম্প্রতি টি. এস. আর. সুব্রাহ্মনিয়ামের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৬-তে তার প্রতিবেদন পেশ করে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রতিবেদন সরাসরি গ্রহণ করেনি। তার পরিবর্তে মানব সম্পদ দপ্তরের পক্ষ থেকে ৪৩ পৃষ্ঠার 'খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতির কিছু উপাদান, ২০১৬' (Some Inputs for Draft National Education Policy, 2016) নামে একটি দলিল ঘোষিত হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে তথা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ ভাবনাচিন্তা দেখা যায়। এই নিবন্ধে ওই দলিলের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত বক্তব্যে আমি নিজের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

'খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতির কিছু উপাদান' দলিলে উচ্চশিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং গণমুখী শিক্ষা প্রসারের কথা বলা হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষা বিষয়ক বক্তব্য দলিলের বিভিন্ন অংশ, বিশেষত শেষাংশে (৪.১৪-৪.২১ : পৃঃ ৩৩-৪১) গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

যাই হোক, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত সরকার ক্ষমতায় এসেছে বা যত কমিশন গঠিত হয়েছে, তারা সকলেই অন্তত শিক্ষা প্রসারের কথা বলেছে। ভারতে শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমান সরকার ২০১১-র এই দলিলে ভারতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে বলে দাবি করে। তথাপি দেখা যাচ্ছে ২০১৪-'১৫ সালে ভারতে মোট ছাত্র-ছাত্রী নথিভুক্তির হার (Gross Enrolment Ratio–GER) হল ২৩.৬ শতাংশ এবং ২০১৭-'১৮ সালে ২৫.২ শতাংশ এবং ২০২০-'২০২১ সালের জন্য ৩০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নথিভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চিন ভারত অপেক্ষা জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা ইতোমধ্যেই ৩০ শতাংশ ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার আঙ্গিনায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করা যায় যে, ভারতে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীদের নথিভুক্তির ছবিটা বেশ দুর্বল। একারণেই ভারতের সব রাজ্যে (৭-টি ছাড়া) ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা কম। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে উচ্চশিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে এ তথ্য মেলে।

ভারতে মোট ছাত্র-ছাত্রী নথিভুক্তির হার (GER) বাড়াতে হলে আরও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত খসড়া দলিলে বলা হয়েছে, 'নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যাপক বিনিয়োগ আবশ্যক।'

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তব রাঙা কপোল খানি। এটা একটি গানের লাইন। এই গানটি রচনার ক্ষেত্রে যিনি কলমের স্পর্শ দিয়েছিলেন তাঁর নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। গানটির সুরকারের দায়িত্বে ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এই গানটি গেয়েছিলেন কুন্দনলাল সায়গল। গানটিতে ঠোঁট মিলিয়েছিলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। ছবির নাম দেবদাস। ১৯৩৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। বৈদ্যনাথবাবু মানে বাণী কুমার বলতে চেয়েছিলেন 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তব রাঙা কাপোল খানি।' অর্থাৎ একটা সুন্দর কপোল অর্থাৎ গাল যদি সুন্দর হয়ে ওঠে তখন লজ্জাবনত হয় মুখ। যেখানে আমরা জন্মেছি সেটাই আমাদের জন্মস্থান। আমার জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ। যদি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে, তবে এই গর্বটা কাদের হবে? এই গর্ব আমাদের সকলের হবে। সমগ্র ভারতবাসীকে বলতে পারবো, দেখে এসো পশ্চিমবঙ্গ আজ গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। সেদিনটা সবথেকে কাদের আনন্দ হবে? সেদিনটা আমাদেরই আনন্দ হবে। একটা রাজ্য গোলাপ হয়ে ফুটে উঠতে পারে। যখন আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করতে পারবো, তখনই একটা রাজ্য গোলাপ হয়ে ফুটে উঠতে পারবে। এখানে একজন আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে গোলাপ ফুলের মত সুন্দর করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

বেশ কিছু মানুষ এগিয়ে এসেছেন। আমাকে আবার গোলাপ বাগান তুলে দিয়ে কাঁটা গাছে ভরে দিতে চান। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। নাহলে একটা ভাল পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানেই ভাবার কথাটা এসে যাচ্ছে। কাঁটার বাগান নয় গোলাপের বাগান চায় মানুষ। আর 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ, এটাই কামনা।

বিবেক রায় দে
হাওড়া

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

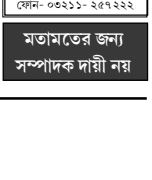

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়